STUDY MATERIALS
SEMESTER-4
COURSE-8

ঐতিহাসিক হিসেবে আবদুল হামিদ লাহোরীর মূল্যায়ন করো।

মোগল যুগের ইতিহাস চর্চায় আবদুল হামিদ লাহোরীর ভূমিকা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। আবুল ফজল যেমন আকবরের রাজত্বকালের ইতিহাস লিখেছেন, তেমনি শাহজাহানের রাজত্বকালের ইতিহাস লিখেছেন হামিদ লাহোরী। সরকারি ঐতিহাসিক হিসেবে লাহোরী খ্যাতিলাভ করেছেন। সম্ভবত ১৬৪৭ খ্রি. লাহোরী শাহজাহানের রাজত্বকালে ইতিহাস রচনার কাজ শুরু করেছিলেন। তাঁর ইতিহাস জ্ঞান ছিল ব্যাপক এবং ঘটনা বিশ্লেষণী শক্তিও ছিল প্রখর। তিনি যে সময়ে লেখনী ধারণ করেছিলেন তখন মোগল সাম্রাজ্য তার খ্যাতি ও গরিমার মধ্য গগনে। লাহোরীর রচনা থেকেই জানা যায় আগ্রা ও লাহোর সুবার এক একটি পরগণার আয়তন ও বার্ষিক রাজস্ব কীরূপ চমকপ্রদ ছিল। লাহোরীর লেখনীতে শহর নির্মানের কথা যেমন আছে, তেমনি আছে তাঁর পরিকল্পনার প্রতিটি পদক্ষেপের ইতিহাস।

পূর্বতন মোগল ঐতিহাসিক আবুল ফজলের ন্যায় লাহোরীও খুঁটিনাটি বিষয়গুলোর ওপর নজর দেন। তাঁর 'পাদশাহনামা' রচনার দিক থেকে আবুল ফজলের ধারাকে অনুসরণ করেননি। তাঁর মধ্যে ধর্মীয় ভাব ছিল প্রবল, তাই গ্রন্থের শুরুতেই তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে শরিয়ত অনুসরণ না করলে মানুষের মুক্তি নেই। তিনি প্রতিটি কার্যকারণের পিছনে ধর্মীয় ব্যাখ্যা খুঁজে পেয়েছেন। শাহজাহানের আমলে ইসলামের মৌলবাদীরা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল বলে লাহোরী বিশেষভাবে তাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। 'পাদশাহনামা'-য় যেসব চিত্র অঙ্কিত আছে তার মধ্য দিয়েও সেই ধর্মীয় পরিমণ্ডল পরিস্ফুটিত। ইতিহাস চেতনা ও ধর্মীয় মনোভাব- এই দুয়ের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন লাহোরী।

যদিও ঘটনার বিবরণী লেখার সময়ে লাহোরীর ধর্মীয় মনোভাবের পরিচয় সবক্ষেত্রে পাওয়া যায়নি। কারণ তিনি পক্ষপাতদুষ্ট ঐতিহাসিক ছিলেন না। তবে নূরজাহানের প্রতি তাঁর বিজেব ছিল প্রবল এবং তা কখনো লুকানোর চেষ্টাও করেননি। লাহোরীর পাদশাহনামা' ছিল তৈমুর বংশীয়দের ইতিহাস এবং সাম্রাজ্যের দর্পন। তাঁর দৃষ্টিতে ইতিহাস হল ঘটমান বিষয়গুলো যথাযথ লিপিবদ্ধকরণ। তিনি ওয়াকিবহাল ছিলেন যে তৎকালীন সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ও শক্তির জন্য দীর্ঘকালের শ্রম ও কল্পনাশক্তি প্রধান বিষয়। অর্থনীতি দুর্বল হলে সাম্রাজ্য যে দুর্বল হয়ে পড়ে একথাও তিনি বুঝেছিলেন। এই কারণে তিনি শাহজাহানের রাজত্বকালের সাম্রাজ্যের মোট রাজত্বের পরিসংখ্যান তৈরি করেন। শাহজাহান যে নিরলস প্রচেষ্টায় সাম্রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছেন-একথা লাহোরী উল্লেখ করেছেন।

লাহোরীর বিশ্লেষণে আকবর থেকে শুরু করে শাহজাহান পর্যন্ত প্রত্যেক সম্রাটের কর্মধারা ধরা পড়েছে। আকবরের দক্ষতার কারণে যে বিপুল সমৃদ্ধি ঘটেছিল তা বহুলাংশে নষ্ট হয় জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে। শাহজাহানের সঙ্গে নূরজাহানের ব্যক্তিত্বের সংঘাত তিনিই লিখে গেছেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে লাহোরী নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে ইতিহাস লিখেছেন। যদিও সরকারি বদান্যতায় লাহোরী লেখনী ধরেছিলেন, তথাপিও ব্যক্তি শাহজাহান অপেক্ষা সম্রাট শাহজাহানই তাঁর নিকট বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছেন। এপ্রসঙ্গে তিনি জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের কর্মধারার যে তুলনামূলক আলোচনা করেছেন তা অবশ্যই যুগের অনুপাতে আধুনিক ছিল।

তবে সমকালের কথা অত্যন্ত নিখুঁতভাবে লাহোরী ফুটিয়ে তুলেছেন। অসংখ্য যুদ্ধ করা সত্ত্বেও যে শাহজাহান সাড়ে নয় কোটি টাকা রাজকোষে সঞ্চয় করতে সমর্থ হয়েছে সে কথাও লাহোরী লিখতে ভোলেননি। শাহাজানাবাদ শহর, তাজমহল, আগ্রার প্রাসাদসমূহ নির্মাণের তথ্য আমরা পাই তাঁর লেখনীর মাধ্যমে। এসবই সম্ভব হয়েছিল সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের করুণার কারণে বলে লাহোরীর বিশ্বাস। অর্থাৎ, মানুষের শ্রম ও ইচ্ছাশক্তির ওপর আছে ঈশ্বরের করুণা, লাহোরীর চিন্তা এভাবেই চালিত হয়েছে। তাঁর গ্রন্থের শেষপর্বে সাম্রাজ্যের যাবতীয় জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি, সৈয়দ, শেখ প্রভৃতির তালিকা রয়েছে। প্রত্যেক ব্যক্তির পদমর্যাদা পাওয়া যাবে এই অংশে।

পরিশেষে লাহোরী তাঁর রচনাকে সমৃদ্ধ করেছেন কাহিনি বিন্যাসের মাধ্যমে। কোনো বিশেষ সূত্র এক্ষেত্রে তিনি অনুসরণ করেননি। তবে তিনি যে একটি বিশেষ দায়িত্ব পালনে রত এবং সেটি হল ভাবীকালের কাছে তৎকালীন অবস্থার বিশ্লেষণ রেখে যাওয়া, একথা তিনি ভোলেননি। ঐতিহাসিকদের কর্তব্য কী একথাও সম্ভবত তাঁর জানা ছিল, যদিও বৈজ্ঞানিক মানসিকতার অভাব সেখানে রয়েছে।